বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযোদ্ধা, অসচ্ছল কোটায় ভর্তির তথ্য জানাতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
৩১ মে ২০২২ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ৩১ মে ২০২২
০৩:০৫ এএম

advertisement

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত কতজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছে, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) এ তথ্য জানাতে হবে। পাশাপাশি ২০১০ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পর্যন্ত কত টাকা গবেষণার জন্য বরাদ্দ করেছে, সে তথ্যও আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। জনস্বার্থে এ বিষয়ে করা এক রিট আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন।

রুলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ শতাংশ গরিব, মেধাবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগের বিধান বাস্তবায়ন না করায় ব্যবস্থা নিতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, ইউজিসির চেয়ারম্যানসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের এ রুলের

জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিপুল বাগমার। আগামী ১৪ আগস্ট এ মামলায় পরবর্তী

শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) পক্ষে স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন বাদী হয়ে রিটটি করেন।

রিটের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সাংবাদিকদের বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ৯-এর ৪ উপধারা অনুযায়ী প্রতিবছর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং গরিব-অসচ্ছল মেধাবীদের জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার কথা। সেটি করা হচ্ছে না। আইনের ৯ ধারার ৬ উপধারা অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশন থেকে নির্ধারিত একটি সুনির্দিষ্ট অংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটে গবেষণার জন্য রাখার কথা। এই হিসাবগুলো পাঠাতে হবে ইউসিজির কাছে। ইউজিসি পরে এ রিপোর্ট পাঠাবে মন্ত্রণালয়ের কাছে। পরে মন্ত্রণালয় পাঠাবে সংসদীয় কমিটির কাছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আমরা কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেটি জানার জন্য চেষ্টা করেছি। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে ২০১০ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা সংরক্ষণের ও গবেষণার কাজে টাকা বরাদ্দের শর্ত পূরণ করেনি।

একই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী সরকারের কর্তব্য হচ্ছে- আইন ভঙ্গ হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল এবং সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করবে। ধারা ৪৯ এ বলা হয়েছে ,এগুলো ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৫ বছরের কারাদ- ১০ লাখ টাকা জরিমানা এবং উভয় দ-ের ব্যবস্থা আছে। বিগত বছরগুলোতে এসব কারণে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও আমরা শুনিনি। এ কারণে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন রিট করেন।